মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে ১০ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে জেলা বিভিন্ন স্থানে পুলিশের কয়েকটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে জাহিদ হোসেন, নতুন পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের শরিফ, ময়ামারি গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মো: রশিদ, সাহেবপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লা, তার ছেলে শরিফুল ইসলাম, আনারের ছেলে আলতাব আলী, আলতাব আলীর ছেলে সাজু, বলিপুর গ্রামের মৃত পিজির উদ্দিনের ছেলে আবুল কালাম ও খোকসা গ্রামের সোলায়মান খানের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেফতাকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্রসহ যুবক আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি ও দু’টি ম্যাগাজিনসহ নান্টু মিয়া (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার সীমান্তবর্তী চিলমারী ইউনিয়নের ক্লিকের মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে চিলমারী বিওপির সদস্যরা নান্টুকে আটক করে।

আটককৃত নান্টু উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বালিদিয়ার গ্রামের মৃত আদালত প্রামাণিকের ছেলে। এ ঘটনায় পলাতক রুহুল একই ইউনিয়নের মাঝদিয়া গ্রামের হাফিজের ছেলে।

বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান পিএসসি-এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় ১৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে দৌলতপুরের চরচিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৮৪/১-এস হতে আনুমানিক ২.৫ কি. মি. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্লিকের মাঠ নামক স্থানে নম্বর-৬৭২৬৯ হাবিলদার মো. এমদাদুল হকের নেতৃত্বে বিশেষ টহল দল দু’জন যাত্রীসহ আগত একটি মোটরসাইকেলকে থামার সংকেত দেয়।

এ সময় বাইকের চালক একটি পিস্তল পার্শ্ববর্তী গম ক্ষেতে ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিকভাবে টহল দল ঘটনাস্থল হতে মোটরসাইকেল চালক মো. নান্টু মিয়াকে আটক করে এবং পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিন জব্দ করে। এ ঘটনায় দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করে আটক নান্টুকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসাকে তিন দিনের রিমান্ড

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসাকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুরের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার দুটির একটি গ্রেপ্তার ও একটিতে তিন দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত।

সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর আমলি আদালতের হাকিম শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটনের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত মামলাটিতে মোনালিসার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পলি খাতুন নামের এক নারীর দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক, কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা ২৬৩/২৪ নম্বর মামলার ১২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়াও পলি খাতুন নামে এক নারীর ৫ আগস্ট দায়ের করা একটি জিআর মামলার মামলার প্রধান আসামি মোনালিসা। মামলা নম্বর জিআর ৩৮৭/২৪।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে গতিহীন হয়ে পড়েছে গ্রাম আদালত

দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আদালতে করা মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে। সেখানে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটে। এতো সহজে মামলার নিষ্পত্তি হবে ভাবতেও পারেনি ওই মামলার বাদী।

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের সদর উপজেলার মধুপুর গ্রামের লোকমান মণ্ডল। গ্রাম আদালত সক্রিয় থাকলে অনেক মামলা লোকমান মণ্ডলের মামলার মতো নিষ্পত্তি হতো।

তবে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নে দৈনন্দিন কার্যাবলীর ন্যায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার কথা থাকলেও তা যথাযথ ভাবে করা হয় না। মূলত মানুষের অসেচতনতা, এজলাস না থাকা, জনপ্রতিনিধিদের অনিহাসহ নানা কারণে গ্রাম আদালতের সুফল সেভাবে পাচ্ছেনা গ্রামের সাধারণ মানুষ।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ গ্রাম আদালত থেকে কাক্সিক্ষত সেবা পাচ্ছে না তা গত এক বছরে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নের চিত্রই বলে দেয়। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৭টি ইউনিয়নে মাত্র ৯২৬ টি মামলা গ্রহণ করে গ্রাম আদালত। এর মধ্যে ৮০৩টি মামলার সমাধান করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা গ্রহণ করে মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদ। এ ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে গেল বছর সর্বোচ্চ ৪৮টি মামলা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৬টি সমাধান হয়, ২টি মামলা এখনো চলমান রয়েছে।

গত বছর জেলার ৬টি থানায় মোট ২হাজার ২৮৯টি মামলা হয়। নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো আর জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে সেভাবে কার্যকর হচ্ছে না গ্রাম আদালতে। জেলার অন্তত ২৩টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য এজলাস নেই। এজলাস না থাকার কারণে এইসব ইউনিয়ন পরিষদে আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ফলে গ্রাম আদালতের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই এলাকার জনগণ। আদালত

থেকে পাঠানো মামলা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির নজির খুব বেশি না হলেও অনেক মামলা এখন গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে।

জানা যায়, গ্রামের সকল জনগনকে কম সময়ে নামমাত্র খরচে বিচারিক সেবা প্রদান করার লক্ষে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭৬ সালে। তা আইনে রুপ নেই ২০০৬ সালে। এরপর থেকে ইউএনডিপি এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্প আকারে তা মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়। সর্বশেষ সংশোধনী ২০২৪ অনুযায়ী গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ৭৫ হাজার টাকা থেকে পরিবর্তন করে ৩ লাখ টাকা করাসহ তফসিলের দ্বিতীয় অংশে দেওয়ানী বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে গেল বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলার অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আত্মগোপনে চলে যায়। ওই সকল ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ। তারপর থেকে ওই সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে মামলার সংখ্যা কমতে শুরু করে। তখন থেকে আরো বেশি গতিহীন হয়ে পড়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম।
সুশাসনের জন্য নাগিরক (সুজন) এর জেলা কমিটির সভাপতি ও মানবাধিকারকর্মী আমিনুর রহমান বলেন,‘আস্থাহীনতার কারণে অনেকে গ্রাম আদালতে যেতে চাই না। এছাড়াও নানা ধরণের জটিলতার কারণে মানুষ থানা পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছে বেশি।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা থাকায় তাঁরা থানায় মামলা করেন বেশি। তারপরেও আমাদের পক্ষ থেকে অনেক বাদীকে মামলার জন্য গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়।’

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগ ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রশাসকদের নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যে ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের জন্য এজলাস নেই সেখানে আমরা এজলাস তৈরি করে দেবো। বিভিন্ন ধরণের প্রচারণার মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হচ্ছে।’

দামুড়হুদায় একই পরিবারের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ডেভিল হান্ট অভিযানে একই পরিবারের দুইজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের মাস্টার পাড়ার মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে মোঃ মহিদুল ইসলাম (৫৩) এবং মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৮)। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আজ দিনভর দামুড়হুদা থানা এলাকায় বর্তমান চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মতিয়ার রহমান কে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে গতকালই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ট্রাফিক পুলিশ ও

ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

মুজিবনগরে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত ও ট্রাফিক পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ মন্ডল মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পুরন্দরপুর বাজারে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার সহ ভারী যানবাহন আটক করা হয়।

এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৭টি গাড়িকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষসহ ট্রাফিক পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম।

অপারেশনে ডেভিল হান্ট কোটচাঁদপুরে একজন আটক

ডেভিল হান্ট অপারেশনে কোটচাঁদপুরে একজনকে আটক করেছেন যৌথ বাহিনী। তিনি উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক।

গতকাল মঙ্গলবার রাত দশটার দিকে স্থানীয় ফুলবাড়ি সমাজ কল্যান বাজার থেকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন ওসি কবির হোসেন মাতুব্বর।

জানা যায়, গেল তিন দিন ধরে সারা দেশে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় কোটচাঁদপুরেও চলছে অভিযান। গেল তিন দিনে ওই অপারেশনে যৌথবাহিনি হাতে একজন আটক হয়েছে। তিনি হলেন সাইফুল ইসলাম (৩০)। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রামের মৃত মহাসিন মেম্বরের ছেলে। সে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার (এসআই) জোহা বলেন, শহিদুল ইসলামকে গেল ২৪ সালের একটি মামলায় আটক করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৩৫,তারিখ -২৭-১০-২৪। ওই মামলায় এই প্রথম একজন আটক করা হয়েছে। বুধবার সকালে তাকে আদালতে মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, এটা ঝিনাইদহ সদর থানার একটি মামলার আসামি। আমরা তাঁকে ধরতে সহায়তা করেছি মাত্র।

তিনি বলেন, শহিদুল ইসলামকে ফুলবাড়ির সমাজ কল্যান বাজার থেকে আটক করা হয়। সে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানিয়েছেন তিনি।

দর্শনায় আট কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম টিপু সুলতান (৪৬)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার বাসিন্দা, আফাজ মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার খেদের মন্ডলের চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালানো হয়। এসআই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানকালে টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছে থাকা একটি বস্তা তল্লাশি করে প্রত্যেকটি ১ কেজি ওজনের ৮টি প্যাকেট গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছেন এবং গ্রেফতারকৃত টিপু সুলতানকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

দু’দিনে ১৩টি বন্ধ, প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে গত দুদিনে ১৩টি ইটভাটা বন্ধ ও প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল হাসানের নেতৃত্বে উপজেলার চাঁদপুর, ফতেপুর ও রামদাসপুরে ৩টি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানো ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ইটভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইটভাটা গুলো হচ্ছে চাঁদপুরের কেএণ্ডকে ব্রিকসের ২ লাখ টাকা, ফতেপুরের এইচবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা, রামদাসপুরের ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৪ ও ৬ ধারা লংঘন করা ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ইটভাটাগুলো বন্ধ করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয়।

অপরদিকে, গতকাল মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলার মহাহনপুর গ্রামে স্টার ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা, এসআরবি ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা এবং কোমরপুর গ্রামের আরএসবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা জরিমানা ও ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে, দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলায় চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উপজেলা নির্বীহী অফিসার মহোদয়রা এসকল অভিযান পরিচালনা করছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রসিকিউশন করছি। তিনি আরও জানান, গত বছরের হিসেব মতে মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি পরিবেশ ছাড়পত্র রয়েছে।